সমকাল

তারিখ ... 26 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

মন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষকদের অনশন স্থগিত

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি পূরণে আলোচনা শুরুর আশ্বাস পেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষকরা বেতনবৈষম্য নিরসনের দাবিতে চালিয়ে আসা তাদের অনশন কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতাদের ফলের রস পান করিয়ে অনশন ভাঙান।

মন্ত্রীর সঙ্গে সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ কর্মকর্তারা ছিলেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতনের বড় ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে পানি ও ফলের রস খাইয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার ■ সমকাল

সোমবার শিক্ষকদের অনশনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন যুক্তফ্রন্ট নেতারা ■ সমকাল

মন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষকদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বৈষম্য ঘোচানোর এক দফা দাবিতে গত শনিবার সকাল ১০টা থেকে 'বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোট' ব্যানারে অনশন শুরু করেন শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার পর্যন্ত অন্তত ৪০ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে জানান তারা।

আন্দোলনের প্রথম দু'দিন মন্ত্রণালয় নীরব থাকলেও গতকাল দুপুরের পরে মন্ত্রীর সঙ্গে তার বাসভবনে শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয়। তাতে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর আল আমিন সমকালকে বলেন, তাদের দাবি পূরণে আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী। এ জন্য আগামীকাল (আজ) মঙ্গলবার থেকে বেতন-ভাতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রণালয়গুলোসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আলোচনা করবেন। মন্ত্রীর আশ্বাসে একমাস পর্যন্ত আপাতত তারা আন্দোলন স্থগিত করেছেন। দাবি পূরণ না হলে পরবর্তী সময়ে আবার কর্মসূচি দেওয়ার কথা জানান তিনি।

বৈঠক চলাকালেই যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সমকালকে বলেন, শিক্ষকদের দাবিটা স্পষ্ট। তবে কোন মাত্রায় বৈষম্য আছে তা বিচার-বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে চায়। বিষয়টি সমাধান করতে হলে বেতন স্কেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সবার সঙ্গে বসতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেছেন।

শিক্ষকরা বলছেন, তাদের দাবি হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে রাখতে হবে। বর্তমানে তা তিন ধাপ নিচের স্কেলে রয়েছে। এটা অন্যায্য এবং সহকারী শিক্ষকরা বঞ্চনা ও আর্থিক কষ্টের শিকার হয়েছেন।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহীদ মিনারে গিয়ে শিক্ষকদের সমাবেশরত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ সময় আন্দোলনরত মহাজোটভুক্ত শিক্ষক সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষকরা বক্তব্য রাখছিলেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি নাসরিন সুলতানা বলেন, তাদের আন্দোলনকে বিতর্কিত করার জন্য একটি মহল রাজনৈতিক জামায়াতের রঙ লাগিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের ব্যাপারে সাবধান থাকার জন্য গণমাধ্যম ও সাধারণ শিক্ষকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

গতকাল আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জাসদ (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, জাসদ-জেএসডির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক রতনসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া সিপিবি নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের রাজেকুজ্জামান রতনসহ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সংহতি জানিয়েছেন।

গত শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ অনশন শুরু করেন দেশের সাড়ে তিন লাখ শিক্ষককে সংগঠন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোট। বেতনবৈষম্য দূর না হওয়ার আগ পর্যন্ত অনশন পালন করার ঘোষণা দেন তারা। এতে মহাজোটের অধীনে থাকা আটটি সংগঠনের শিক্ষকরা অংশ নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক এসে অনশনে যোগ দেন।

গতকাল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যার আগে মন্ত্রী শহীদ মিনারে গিয়ে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানালে শিক্ষকরা ঘোষণা দাবি করছিলেন। তখন মহাজোটের নেতা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন অনশন স্থগিত ও এক মাসের সময় চেয়ে নিলে শিক্ষকরা শান্ত হন। প্রতীকীভাবে কয়েকজন মন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে জুস ও পানি পান করে অনশনের অবসান ঘটান।